দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে মিলন বিশ্বাস

বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ভাগ্য বদলের স্বপ্ন নিয়ে প্রতিনিয়তই দেশের যুবকেরা বৈধ-অবৈধ পথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমান। সরকার বারবার বিভিন্ন মাধ্যমে বৈধ পথে বিদেশ যেতে উৎসাহিত করলেও একশ্রেণীর দালালদের খপ্পরে পড়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে স্বপ্নের দেশে যেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশ পাড়ি জমান তরুণরা।

ভাগ্য সহায় হলে বিভিন্ন দেশের কাঁটাতার ফাঁকি দিয়ে পৌঁছাতে পারেন স্বপ্নের দেশে। আর কারো ভাগ্য সহায় না হলে লাশ ফিরে আসে দেশে, কেউবা ফেরে নিঃস্ব হয়ে। এমনই এক ভুক্তভোগী মিলন বিশ্বাস। উন্নত জীবন যাপনের আশায় মানব পাচারকারী মাফিয়া গ্রুপের প্রলোভনে পড়ে নিজের শেষ সম্বল টুকু দালালের হাতে তুলে দিয়ে পথে পথে ঘুরছে মিলন বিশ্বাস (৪৫) নামের এক ভুক্তভোগী। মিলন বিশ্বাস মেহেরপুর সদরের বারাদী গ্রামের বাসিন্দা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন খাদিমপুর গ্রামের আলাউদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

জানা যায়, গত ২০২৩ সালে সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামের চান্দালীর ছেলে উজ্জ্বল নামের এক দালালের সাথে কথা হয় মিলন বিশ্বাসের। পানি পথে লিবিয়া থেকে ইতালি নিয়ে যাবে এবং মোটা অংকের বেতনের স্বপ্ন দেখায়। দালালের কথাতে মন গলে তার, উন্নত ভবিষ্যৎ কে না চাই? এক পর্যায়ে দালালের কথায় রাজি হয়ে চুক্তিবদ্ধ হয় দুজনে। ১৫ দিনের মধ্যে লিবিয়া থেকেই ইতালি নিয়ে যাবে এই মর্মে ১০ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। পরবর্তী সময়ে মাফিয়াদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে দিল্লি হয়ে দুবাই যান মিলন বিশ্বাস, সেখান থেকে পৌঁছায় লিবিয়ার তব্রুক শহরের এক গেম ঘরে। ওখানে পৌঁছানোর পরেই ১০ লাখ টাকা শোধ করে নেয় উজ্জ্বল । আর এভাবেই সেখানে গিয়ে দেখা মেলে মেহেরপুর সদরের কলাডাঙ্গা গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে রুবেল, হান্নানের ছেলে সোহাগ, হাকিমের ছেলে হাসিব, রুহুলের ছেলে হোসাইন সহ বাংলাদেশ থেকে যাওয়া প্রায় ২০০ জনের সাথে। সকলে একই পথের যাত্রী। সকলেই পানিপথে ইতালি যাবে সেই আশায় সহায় সম্বল বিক্রি করে টাকা দেয় দালালদের হাতে। লিবিয়ায় পৌঁছানোর পর শুরু হয় দালালদের তালবাহানা। ১৫ দিনের কথা বলে সেখানে নিয়ে গেলেও